গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নম্বর-১৫.০০.০০০০.০৪১.০২.০০৩.২০.৪৯

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪৩১ / ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সরকারি অনুদানে পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাব আহবান।

চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠির আবহমান সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করার লক্ষ্যে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন, জীবনমুখী, শিল্পমান সমৃদ্ধ ও বহুস্বর বিবৃত করে এমন পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারি অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্যে কাহিনি এবং চিত্রনাট্য বাছাইয়ের জন্য প্রযোজক/পরিচালক/প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান/চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বগণের নিকট থেকে পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব আহবান করা যাচ্ছে। প্রস্তাব জমাদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলি অনুসরণ করতে হবে:

শর্তাবলি:

১. শুধু বাংলাদেশের নাগরিকগণ অনুদান প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সকল শিল্পী/কলাকুশলীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোনো বিদেশি শিল্পী/কলাকুশলীর প্রয়োজন হয় তাহলে মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে উক্ত শিল্পী/কলাকুশলী চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

২. অনুদানপ্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নির্মাণ অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির পর কাহিনিচিত্রের ক্ষেত্রে ১৮ (আঠারো) মাস এবং প্রামাণ্যচিত্রের ক্ষেত্রে ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নির্মাণ অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির ১২ (বারো) মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

৩. নির্মাণাধীন, সমাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে না।

৪. অনুদানে নির্মিত/নির্মিতব্য চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে অথবা চুক্তিনামার শর্ত ভঙ্গ করলে প্রযোজক অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত হারে সুদসহ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন মর্মে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারপত্র মূলকপিসহ ১২ (বারো) সেট ফটোকপি আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। শর্ত ভঙ্গকারী সংশ্লিষ্ট প্রযোজকের বিরুদ্ধে প্রয়োজন মোতাবেক সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৫. ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে সর্বোচ্চ ১২(বারো)টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ২০(বিশ)টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান প্রদান করা হবে। উপযুক্ত প্রস্তাব না পাওয়া গেলে অনুদান প্রদান বন্ধ অথবা অনুদানের সংখ্যা কমানো যাবে।

৬. অনুদান প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত এবং অনুমোদিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রযোজককে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা-২০২৫ এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রযোজককে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা-২০২৫ এর আওতায় অনুদান প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনুদান কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৭. সরকারি অনুদান প্রদান সংক্রান্ত উল্লেখিত নীতিমালা দুটি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.moi.gov.bd) পাওয়া যাবে। কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র-২ শাখায় (ই-মেইল: film2@moi.gov.bd/ফোন: ৫৫১০০৪৬৩) যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৮. পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্র নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের একটি মূলকপিসহ ১২ (বারো) সেট ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদানের জন্য একটি মূলকপিসহ ১২ (বারো) সেট জমা দিতে হবে। প্রস্তাবের সঙ্গে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি/কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হবে:

(ক) প্রস্তাবিত গল্প, চিত্রনাট্য ও প্রামাণ্যচিত্রটি শিশুতোষ/রাজনৈতিক ইতিহাস/আবহমান বাংলার সকল রাজনৈতিক অভ্যুত্থান, আন্দোলন ও বিপ্লব যা এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নিয়ামক সংক্রান্ত/সাংস্কৃতিক ইতিহাস তথা বাংলার ঐতিহ্য, মিথ ও ফোকলোর সংক্রান্ত কি-না তা আবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

(খ) দেশি গল্প/কাহিনির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লেখক/সংস্থা/প্রকাশকের লিখিত সম্মতি/অনুমতি নিতে হবে। বিদেশি গল্প বা কাহিনির ক্ষেত্রে কপিরাইট আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট লেখক/সংস্থা/প্রকাশকের অনুমতি নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণক দাখিল করতে হবে;

(গ) প্রযোজকের নাম (জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী), জীবন-বৃত্তান্ত (পিতা-মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর) সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। বর্তমান ঠিকানা পরিবর্তন হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে;

(ঘ) প্রযোজকের আর্থিক সক্ষমতা অর্থাৎ প্রস্তাবিত বাজেটের কমপক্ষে শতকরা দশ ভাগ অর্থ তাঁর ব্যাংক হিসাবে জমা আছে মর্মে প্রত্যয়নপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, টিআইএন সনদ এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের প্রত্যয়নপত্র (যদি থাকে) দাখিল করতে হবে;

(ঙ) কাহিনি ও চিত্রনাট্যকারের স্পষ্টাক্ষরে পূর্ণ নাম (জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী) এবং পরিচালকের স্পষ্টাক্ষরে পূর্ণ নাম (জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী), স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার বর্ণনা সংবলিত জীবন-বৃত্তান্ত, মোবাইল নম্বর, টেলিফোন নম্বর অবশ্যই প্রস্তাবের সঙ্গে দাখিল করতে হবে;

(চ) পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবে চলচ্চিত্রের প্রস্তাবিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম, ঠিকানা, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার বর্ণনা, নির্মাণ সংস্থার কারিগরি, আর্থিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতার বিবরণ, আউটডোর শুটিং স্পটের বিবরণ, পরিচালক কর্তৃক পূর্বে নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের নমুনা (যদি থাকে) ও প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের যৌক্তিক বাজেট বিভাজনসহ নির্মাণ সমাপ্তির শেষ তারিখ উল্লেখ করে দাখিল করতে হবে;

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

(ছ) প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের কাহিনি সংক্ষেপ দাখিল করতে হবে; এবং

(জ) পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের স্থিতিকাল (দৈর্ঘ্য) ন্যূনতম ৭০ (সত্তর) মিনিট এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের স্থিতিকাল (দৈর্ঘ্য) অনুর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পর্যন্ত হতে হবে।

৯. অনুদানপ্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ শেষে সার্টিফিকেশন সনদ গ্রহণ ও দেশের কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ)টি সিনেমা হলে মুক্তি অথবা কমপক্ষে ১০ (দশ)টি বিভিন্ন জেলা তথ্য কমপ্লেক্স/শিল্পকলা একাডেমি/পাবলিক অডিটোরিয়াম/ওটিটি প্ল্যাটফর্মে প্রদর্শন করতে হবে। অনুদানপ্রাপ্ত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ শেষে সার্টিফিকেশন সনদ গ্রহণ করতে হবে। অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহ বাংলাদেশ টেলিভিশনের চাহিদা মোতাবেক প্রদর্শনের লক্ষ্যে প্রযোজক সরবরাহ করবেন এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সংরক্ষণের জন্য জমা দিবেন।

১০. কোনো প্রযোজককে সর্বমোট দুবারের বেশি অনুদান প্রদান করা হবে না এবং কোনো প্রযোজক পর পর দুবছর অনুদান পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন না।

১১. পূর্ণদৈর্ঘ্য অনুদানপ্রাপ্ত প্রথম চলচ্চিত্র মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন সনদ গ্রহণ ব্যতীত কোনো প্রযোজক পুনরায় আবেদন করার যোগ্য হবেন না।

১২. পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব আগামী ০৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ বিকেল ৪:০০ টার মধ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র-২ শাখায় পৌঁছাতে হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব/আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

১৩. একই ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যথানিয়মে পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উভয় ক্যাটাগরিতে সরকারি অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক প্রস্তাব দাখিল করতে হবে।

১৪. অনুদান প্রদানে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং অনুদান প্রদানের পরও সরকার যে কোনো নতুন শর্তারোপ করতে পারবে।

(স্বাক্ষর) ২৮/০২/২০২৫

মোছাঃ শারমিন আখতার
সিনিয়র সহকারী সচিব